ইত্তেফাক

তারিখ ... ১৬/৬/৮৩ ...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ... ...

041

'৮১-র প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়নের আহ্বান

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (বুধবার) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি পরিষদের চতুর্দশ সম্মেলনে পরিবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের রক্ষাকবচ ৬ (ক), ৭ (ঙ) ও ১২ ধারা অক্ষুণ্ন রাখিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা আইন/১৯৮১ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সমিতির সাধারণ

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা আইন

(১ম পৃঃ পর)

সম্পাদক কাজী আ. কা. ফজলুল হক, সিনিয়র সহ সভাপতি আলতাফ হোসেন এবং অন্যান্য নেতা ও প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে সমিতির সকল মহকুমা ও থানা শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সংসদের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ সরকারের প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকদের ইতিপূর্বে অর্জিত সকল অধিকার এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান জানাইয়া বলেন, "শিক্ষকদের অধিকার কাড়িয়া না লইলে তাঁহাদের সেবা পাইবেন, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহারাও যথার্থ অবদান রাখিবেন, অন্যথায় অবস্থা ভিন্ন হইতে বাধ্য"।

সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ১৯৮১ সনের ৬ই মার্চের চুক্তি মোতাবেক অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং যাবতীয় পাওনা পরিশোধ, কওমী জুট মিলের মালিকানা প্রাথমিক শিক্ষকদের নিকট প্রত্যর্পণ এবং শতকরা ২৫ ভাগ শেয়ার প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রদানের লক্ষ্যে তাঁহাদের নিকট আরও শেয়ার বিক্রয়, সমিতির অফিস বেআইনী দখলদারদের নিকট হইতে উদ্ধারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।